বাংলাদেশ: মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ২০১৭ উপলক্ষে অধিকার এর বিবৃতি

ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১৭: ১০ ডিসেম্বর, মানবাধিকার দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী এই দিনটি পালিত হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ জনগণের ভোট ছাড়াই একতরফাভাবে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করে, যেখানে অর্ধেকের বেশি সংসদ সদস্যই বিনা ভোটে নির্বাচিত। এই প্রহসনমূলক নির্বাচনের কারণে সরকারের নৈতিক ও আইনি ভিত্তি এবং ন্যায্যতা বিতর্কিত। জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থার অভাব এবং সংসদে কার্যকর বিরোধীদল না থাকার কারণে বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে।

এই সরকারের আমলে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকোচন করার মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থায় রাজনীতিকরণের কারণে বিচার ব্যবস্থাকে অকার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, নির্যাতন বিরোধী সনদসহ ৭টি প্রধান আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধিতেও অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ ঐসব সনদ/চুক্তিগুলোর বাধ্যবাধকতা অনুসরন এবং তা বাস্তবায়নে বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এইসব কারণসহ বিতর্কিত ও নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন, সাংঘর্ষিক রাজনীতি ও অবাধ দুর্নীতি, গণতন্ত্রের মাপকাঠি যেমন- আইনের শাসন, ন্যায়বিচারের অধিকার, জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, সভা-সমাবেশের অধিকার, স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অধিকার, ধর্মপালনের অধিকার ইত্যাদির কোনটারই চর্চা নেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে। নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি বিচার ব্যবস্থা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং দেশের যে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তনে তাদের ম্যান্ডেট এবং দায়বদ্ধতা অপূর্ণ থাকছে।

গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সম্পূর্ণ দায়মুক্তি ভোগ করছে।

এছাড়া নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাসহ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত আছে। এইসব ঘটনায় সরকার দলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্যণীয়। সরকার রাজনৈতিক সংকট সমাধানের পথে না গিয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে নিবর্তনমূলক আইনে আটক করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ওপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। অনেকেই গণগ্রেফতারের শিকার হয়েছেন বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নির্বিচারে গ্রেফতারের কারণে দেশের সবক' টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দী থাকায় কারাভ্যন্তরে থাকা আটক ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মামলা দায়ের এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও মানহানিসহ বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণ করার আগ্রাসী নীতি অব্যাহত রয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশের ওপর তার নিয়ন্ত্রণের যাত্রা শুরু শুরু করে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জনগণের অংশগ্রহণহীন বিতর্কিত নির্বাচনে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে। মিয়ানমার সরকার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে (আরাকান রাজ্য) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মিয়ামারের সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের দ্বারা গণহত্যা চালিয়ে আসছে। এই কারণে অসংখ্য রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। অধিকার রাখাইনের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসহ তাঁদের নাগরিকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এছাড়াও অধিকার রোহিঙ্গা হিসেবে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনের পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছে।

অধিকার মনে করে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সব ধরনের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাতে মানবাধিকার কর্মীসহ বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে সংগঠিত হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সংহতি প্রকাশে,
অধিকার টিম।